হযরত আইয়ুব(আঃ) এঁর ধৈর্য্য

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে"হযরত আইউব(আঃ) এঁর ধৈর্য্য"

আইউব(আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন। তিনি যে এলাকায় বাস করতেন এবং নবী ছিলেন, সে এলাকাটি বর্তমান সিরিয়ার অংশ।

তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ইতিহাসবিদদের মতে তিনি ৭০ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হন। এর পূর্বে তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যাক্তি ছিলেন। প্রচুর সোনা, রূপা, জমি-জমা, শস্য ক্ষেত,এবং গবাদি পশুর মালিক ছিলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল হয়ে গিয়েছিল রোগের কারণে। শুধু হৃদপিণ্ড ও জিহ্বা সচল ছিল। এই দু'টো অঙ্গ দ্বারাই তিনি আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত করতেন। শুধু স্ত্রী বাদে , তিনি সমস্ত সন্তান-সন্ততি হারিয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, কতবছর তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন। তিন, সাত, অথবা আঠারো বছর। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি , তিনি দীর্ঘ সময় ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কখনও তিনি বিলাপ করেন নি,রাগান্বিত হননি, আল্লাহর পরীক্ষাতে অধৈর্য্য হন নি। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি সারাক্ষণ আল্লাহর প্রশংসাই করেছেন।তিনি বলতেন ৭০টি বছর আল্লাহর অনেক নিয়ামত আমি ভোগ করেছি, আমি কেন আরও ৭০ বছর ধৈর্য্য ধারণ করবো না?

হযরত আইউব (আঃ)সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

১। আর স্মরণ কর আইউবের কথা , সে যখন তাঁর প্রভূকে ডেকে বলেছিলঃ প্রভূ আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সব দয়াময়ের দয়াময়।

সুরা ২১ আম্বিয়া ,আয়াতঃ৮৩

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ আমি দুখ-কষ্টে পড়েছি , আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

২।তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার অসুখ দূর করে দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তার পরিবার-পরিজন।

সুরা ২১ আম্বিয়া,আয়াতঃ৮৪

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তাঁর দুখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, আর তাঁর পরিবার পরিজনকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের সাথে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ।

৩।সে(আইয়ুব) তাঁর প্রভূকে ডেকে বলেছিল,(প্রভূ!) শয়তান আমাকে যন্ত্রনা ও কষ্টে ফেলেছে।

সুরা ৩৮ সাদ ,আয়াতঃ ৪১-৪৪।

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ
وَّ عَذَابٍ ﴿٤١﴾

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রনা ও কষ্টে ফেলেছে।

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ﴿٤٢﴾

(আমি তাকে বললামঃ) তুমি তমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى

الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো তাদের সাথে, আমার আনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ

نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

(আমি তাকে আদেশ করলামঃ) এক মুষ্টি তৃণ লও এবং তা দ্বারা আঘাত কর এবং সপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।

৪।আর অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা নেব ভয়-ভীতি দিয়ে,ক্ষুধা-অনাহার দিয়ে এবং অর্থ-সম্পদ,জান-প্রাণ,ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে।

সুরা ২ বাকারাহ, আয়াতঃ ১৫৫,১৫৬,১৫৭

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ

الْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ﴿١٥٥﴾

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়,ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল শস্যের অভাবের কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করবো এবং ঐসব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ﴿١٥٦﴾

যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলেঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۖ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

এদের উপর তাদের প্রভূর পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হদীস

হযরত আবু সাঈদ ওয়াবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্নিত,রাসুল(সঃ) বলেন,"মুলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ,দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা,কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোন কাঁটা ফুটলেও তার কারণে মহান আল্লহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল(সঃ)বলেছেনঃ মু'মিন নর -নারীর জান ,মাল ও সন্তানের উপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , বিপদ-আপদ দুখ-কষ্টে ধৈর্য্য হারা না হয়ে আমরা নিরলসভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকি, তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকি। আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে আমরা যেন কখনো শৈথল্য প্রদর্শন না করি এবং পিছ্ পা না হই। অধৈর্য্য হলেই আমাদের বিপদ দূর হয়ে যাবে না। বরং আল্লাহর রহমত নাযিল হলেই কেবল আমরা বিপদ- আপদ, দুখ-কষ্ট, ও

বালা-মুসিবতের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারব।

হে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করো। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....